ফের অসাধ্য সাধন শালবনী সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে

অনুপ ঘোষ, শালবনি

শালবনি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ সৌম্যকান্তি পন্ডার প্রচেষ্টায় কৃত্রিমভাবে ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা করে বিনা আইসিইউতে বিনা ভেন্টিলেশনে, নিজস্ব চেষ্টায় ৩ বছরের শিশু কন্যা আরাধ্যার প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন ডাক্তারবাবু। ডক্টরস্ ডে-র দিন রবিবার বিকাল ৩টের সময় প্রায় তিন ঘন্টা টানা বিচ্চিনি-সহ প্রায় মরণাপন্ন অবস্থায় শালবনী সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে ভর্তি হয় আরাধ্যা। বিনা আইজিইউ তে বিনা ভেন্টিলেশনে ও বাচ্চাটির জীবন ফিরিয়ে দিতে মরিয়া হয়ে ওঠেন হাসপাতালের চাইল্ড স্পেশালিস্ট সৌম্যকান্তি পন্ডা-সহ নার্স ও অন্যান্য স্টাফেরা। সৌম্যবাবু বলেন, শ্বাসনালীতে নল ঢুকিয়ে বিশেষ ধরণের হাওয়া ভর্তি ব্যাগ (AMBU BAG)-র সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে ২৪ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে বাচ্চাটির শ্বাসপ্রক্রিয়া স্বাভাবিক করার রুদ্ধদ্বার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হয়। তারই সুফল মিলল এদিন, নবজীবন লাভ করল ৩ বছরের কন্যা আরাধ্যা। আরাধ্যা-র পিতা সরোজ ঘোষের কথায়, ডাক্তারবাবু ভগবান হয়ে এসে আমাদের মেয়েকে নিশ্চিত মরণের হাত থেকে বাঁচিয়ে তুললেন। এখন আমাদের মেয়ে সুস্থ। এতে কর্মরত নার্স-সহ সমস্ত বেসরকারি স্টাফদের আন্তরিক পূর্ণ সহযোগিতায় আমাদের মেয়ে বেঁচে ফিরল। আরাধ্যার মা মণিষা দেবি বলেন, সৌম্যবাবু না থাকলে আমার মেয়েকে ফিরে পেতাম না। উনি আমাদের কাছে ভগবান।

দেশী মাগুর ও শিঙি পোনা বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ দেশী মাগুর ও শিঙি মাছের পোনা বিনামূল্যে বিতরণ করে গ্রামের খিড়কি পুকুরে চাষের প্রতি আগ্রহী করে গড়ে তোলা হচ্ছে হলদিয়া ব্লকে প্রায় হারিয়ে যাওয়া দেশীয় মাগুর শিঙি মাছকে দেশীয় কার্পের (রুই, কাতলা) সঙ্গে চাষের নয়া কৌশল শেখাচ্ছে মৎস্য দপ্তর। বাড়ির পিছন দিকের পুকুর, সাধারণত যেখানে মেয়েরা বাসন মাজে ও কাপড় কাচে, সেই সব পুকুরে চাষে উদ্ভুত করার জন্য গৃহবধূদের দেওয়া হল মাগুর শিঙির চারা। মঙ্গলবার আত্মা প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় চাষের প্রযুক্তি ছড়িয়ে দিতে ও উৎসাহিত করতে মোট ১২৫০টি মাগুর ও শিঙি মাছের পোনা দেওয়া হল। উপস্থিত ছিলেন হলদিয়ার বিডিও রাজর্ষি নাথ, হলদিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি খুকুমণি সাহু, মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক সুমন কুমার সাহু ও ব্যাঙ্কের (কানাডা) অফিসার দেবকী দত্ত প্রমুখ। মৎস্য চাষের প্রশিক্ষণ, বিনামূল্যে চাষের জন্য মাছ ও ব্যাঙ্ক ঋণ-এর বিষয়ে উদ্যোগ-এভাবেই মহিলাদের সার্বিক স্বাবলম্বি করে তোলা হচ্ছে হলদিয়া ব্লকে।

জ্ঞানেশ্বরী দুর্ঘটনা কান্ডে মামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ ২০১০ সালের ২৮ মে ভোরে সারডিহা স্টেশনের কাছে জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়ে পাশের লাইনে উল্টে পড়ে। আট বছর পেরিয়ে গেছে। আইনের বেড়াজালে জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় ১৭ জন যাত্রী এখনও নিখোঁজ। ওই নিখোঁজ যাত্রীদের পরিবারের দাবি, নিয়মকানুন মেনে তাদের পরিজনদের মৃত বলে ঘোষণা করুক সরকার। এই দাবিতে মেদিনীপুর আদালতে মামলা করেছেন ৬ নিখোঁজ যাত্রীর পরিবারের সদস্যরা। ৬ জন নিখোঁজ যাত্রী নীলম সিং, রাহুল কুমার সিং, রোহিত কুমার সিং, প্রসেনজিৎ অট্ট, মহম্মদ আহমদ শাহ এবং মেহা ভাটিদের পরিবার আদালতে মামলা করে। পরিবারের দাবি, নিখোঁজদের মৃত বলে ঘোষণা করুক প্রশাসন। রেল এবং জেলা প্রশাসনের একটা অংশের দাবি, নিখোঁজদের মৃত বলে ঘোষণা করার বিষয়টি আদালতের এক্তিয়ারে পড়ে। তাই ওই ৬ নিখোঁজ যাত্রীর পরিবার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের লাইনচ্যুত বগিতে চলন্ত মালগাড়ির ধাক্কা লাগায় ১৪১ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর ১৭ জন যাত্রীর কোনও খোঁজ মেলেনি। দুর্ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার দেহাংশের সঙ্গে ওই ১৭ জন যাত্রীর পরিবারের কোনও সদস্যের ডিএনএ মেলেনি। ফলে নিয়মের বেড়াজালে আটকে ১৭ জন যাত্রী খাতায়-কলমে এখনও নিখোঁজ। মেদিনীপুর আদালতের আইনজীবী তীর্থঙ্কর ভকত বলেন, এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, আট বছর কেটে গেলেও এই হতভাগ্য পরিবারগুলিকে নিজেদের প্রাপ্যটুকুর জন্য ছুটে বেড়াতে হচ্ছে। আমি সমস্ত বিষয়টি আদালতের কাছে তুলে ধরব। প্রশাসন যদি এই পরিবারগুলির প্রতি একটু মানবিক হয় তাহলে এদের বিভিন্ন দপ্তর বা আদালতে যেতে হবে না। প্রসেনজিৎ অট্টর স্ত্রী যুথিকা বলেন, দুর্ঘটনার পর ৮ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও আমার স্বামীর ডেথ সার্টিফিকেট পেলাম না। সরকার বলেছিল চাকরি দেবে। কিন্তু ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়া চাকরি হবে না বলেছে। আমি প্রশাসনের সমস্ত স্তরে আবেদন জানিয়েছি। রেল, মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি, কিন্তু কোথাও কোনও সদুত্তর পেলাম না। তাই এখন আইনের দ্বারস্থ হয়েছি।

পাঁশকুড়া ব্লকের কৃষিদপ্তরের উদ্যোগে ধানবিলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া ঃ জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশনের উদ্যোগে পাঁশকুড়া ব্লকের বেশকিছু কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হল উন্নত প্রজাতির সংশোধিত ধানের বীজ। স্বর্ণ সাব ১ এবং ডি আর আর ৪২ এই উন্নত প্রজাতির ধানবীজ পাঁশকুড়া ব্লকের চৈতন্যপুর ১ গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার এবং প্রতাপপুর ১ নং গ্রামপঞ্চায়েতের প্রায় ৬০০ কৃষককে এই ধানের বীজ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি বীজের সাথে বীজশোধনের ঔষধও তুলে দেওয়া হয়। পাঁশকুড়া ব্লকের কৃষি আধিকারিক স্বপন কুমার মাইতি জানান, পাঁশকুড়া ব্লকে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন প্রকল্পে দুটি ১০০ হেক্টর প্রদর্শনী ক্ষেত্র কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে করা হবে। আর তারই এই প্রাথমিক কাজকর্ম। এর পর আরও কীটনাশক ও রোগনাশক দেওয়া হবে। এছাড়াও কৃষকদের দেওয়া হবে প্রশিক্ষণ। সবমিলিয়ে এলাকায় উন্নত কৃষিব্যবস্থা ও নতুন ধানের জাত প্রবর্তন করাই কৃষিদপ্তরের মূল লক্ষ্য।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরী থেকে গ্রেফতার উৎপলেন্দু দাস নামের অভিযুক্তকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠালো কাঁথি মহকুমা আদালত। এই ব্যক্তি বেথেল, বেসিল ও অ্যালকেমিস্ট নামের একাধিক চিটফান্ড কোম্পানির অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন বলে জানা গেছে। অভিযোগ নানাভাবে মানুষদের প্রলোভিত করে উৎপলেন্দু দাস বাজার থেকে প্রায় ২৫ কোটি টাকা তুলে ছিল। এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে খেজুরি থানায় অভিযোগ ছিল। রবিবার রাতে খেজুরি থানার কলাগেছিয়ায় গ্রামের বাড়ি থেকে উৎপলেন্দু দাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ। নিজস্ব চিত্র

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ বিডিও অফিসে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া ঃ ভারত জাকাত মাজি পরগণা মহলের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়। মঙ্গলবার দুপুরে রীতিমতো তীর, ধনুক-সহ বিভিন্ন আদিবাসীদের অস্ত্র নিয়েই চলে বিক্ষোভ প্রদর্শন। ভারত জাকাত মাজি পরগণা পাঁশকুড়া মহলের সদস্য স্নেহাশিষ হেমব্রম জানান, ভারতের এই আদি জাতিগোষ্ঠী আজও সমাজে পিছিয়ে পড়ে রয়েছে। সরকারি নানান সুযোগ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত। সমাজের নানা দুষ্কৃতিদের এবং রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের কাছে নানাভাবে নিষ্পেশিত আজও হচ্ছে। তাই এক গুচ্ছ দাবিদাওয়া নিয়ে পাঁশকুড়া বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও বিডিওকে দাবিদাওয়া নিয়ে স্মারকপত্র জমা দেওয়া হয়। স্নেহাশিষবাবু জানান, এই বিষয়ে পাঁশকুড়ার বিডিও আমাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। এদিনের বিক্ষোভের মূল দাবিদাওয়া ছিল, সমস্ত আদিবাসী এলাকাকে ভারতীয় সংবিধানের ৫ম তপশীলের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পবিত্রস্থানগুলি দুষ্কৃতিদের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে। নিরীহ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ওপর রাজনৈতিক ও দুষ্কৃতিদের জোরজুলুম বন্ধ করতে হবে। দলমত নির্বিশেষে সকল উপজাতিদের পাট্টাবিলি করতে হবে। তপশিলি উপজাতিদের বার্ধক্যভাতা, বিধবাভাতা চালু করতে হবে। আদিবাসী এলাকায় ঢালাইরাস্তা ও পানীয়জলের ব্যবস্থা করতে হবে। আইসিডিএস বা শিশুশিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে অলচিকি লিপির প্রসার ঘটাতে হবে। এইরকম প্রায় কুড়ি দফা দাবি নিয়ে চলে এই বিক্ষোভ। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে চলে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন। পরে পাঁশকুড়া থানার বিশাল পুলিশবাহিনী আসে ঘটনাস্থলে। প্রশাসনের আশ্বাসে বিক্ষোভ ওঠে। এদিন প্রায় পাঁশকুড়া ব্লকের কয়েকশ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ বিক্ষোভে সামিল হন।

গিরিশ মঞ্চে নজর কাড়লেন মেদিনীপুরের বাচিক শিল্পী বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ সম্প্রতি কলকাতার গিরিশ মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল আম উৎসব। আয়োজন করেছিল কলকাতার শ্যামনগর সাংস্কৃতিক সমন্বয় মঞ্চে। এই উৎসবে আরও অনেকের সাথে অতিথি শিল্পী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুরের উদীয়মান বাচিক শিল্পী বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়। নিজের আবৃত্তির মাধুর্য্য উপস্থিত শ্রোতাদের মন জিতলেন বৃষ্টি। অনুষ্ঠানে শরুরুতে আম গাছের চারাতে জল ঢেলে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়, তাতে নৃত্য শিল্পী পারমিতা সাহার সাথে হাত লাগান বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়। উদ্বোধনী সঙ্গীতের বদলে অনুষ্ঠান উদ্বোধনী আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। উদ্বোধনী আবৃত্তি পরিবেশন করেন বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়। কবি সুবোধ সরকারের লেখা 'কৃষ্ণকলি মাহাতো' কবিতাটি আবৃত্তি করে শ্রোতাদের মন জয় করে নেন বৃষ্টি। মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করে শ্রোতাদের মন জয় করে নেন বৃষ্টি। মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন ও সঞ্চালনার পাশাপাশি শান্তিনিকেতন, হলদিয়া শহর ও কলকাতার বাংলা অ্যাকাডেমিতে আবৃত্তি করে ইতিমধ্যেই বহু শ্রোতার মন জয় করেছেন মেদিনীপুর শহরের বাজটিউনের বাসিন্দা এই তরুণী। রাজা আরএনএল খান মহিলা কলেজে স্নাতক ও মেদিনীপুর কলেজে স্নাতকোত্তর পড়া ফিজিওলজি ছাত্রী বৃষ্টির আবৃত্তি শিক্ষা মেদিনীপুরের প্রবাদপ্রতিম আবৃত্তি শিক্ষক শিবসুন্দর বোসের কাছে। বৃষ্টির আবৃত্তি উপস্থাপনায় খুশি 'আম উৎসব'-এর আয়োজক কবি কেশব রঞ্জন-সহ শ্যামনগর সাংস্কৃতিক সমন্বয় মঞ্চের অন্যান্য উদ্যোক্তারা। আম উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন কলকাতা তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের অনেক গুণী শিল্পী। অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও পার্থ ঘোষ।

মধ্যপ্রদেশের মন্দসৌরে সাত বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার প্রতিবাদে সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-এর কাঁথি শাখার উদ্যোগে শহর জুড়ে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হল। মহম্মদ ইরফান নামে অভিযুক্ত যুবকের চরম শাস্তির দাবি জানিয়েছে আন্দোলনকারীরা। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, সবং ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং-এর চাঁদপুরের একটি অঙ্গনওয়াড়ির বিরুদ্ধে এবার খাবার না দেওয়ার অভিযোগ উঠল। অভিযোগ তুললেন স্থানীয়রা। এখানে পড়তে আসা শিশুগুলিকে খাবার না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে অঙ্গনওয়াড়ির শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় দেড় মাস ধরে শিশুদের কোনও খাবার দেওয়া হয়নি। এমনকি অঙ্গনওয়াড়ির শিক্ষিকাও নাকি ঠিকমতো উপস্থিত থাকেন না বলে অভিযোগ করেন অভিভাবকেরা। এই বিষয়ে অভিভাবকরা বারবার ওই শিক্ষিকার কাছে ধারস্থ হলেও কোন সুরাহা মেলেনি বলে জানান তাঁরা। এ বিষয়ে খর্ণা খাটুয়া নামে ওই শিক্ষিকাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি গোটা ঘটনাটাকেই ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন।